গোলের পর ওয়াকারের সঙ্গে উচ্ছ্বাস আগুয়েরোর। ছবি: এএফপি

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। মঙ্গলবার রাতে পেপ গুয়ারদিওলার দল সেমিফাইনালের প্রথম পর্বের খেলায় ২–১ ব্যবধানে হারিয়ে দিল ব্রিস্টল সিটিকে। বিরতির ঠিক আগে ববি রিডের পেনাল্টি থেকে করা গোলে এদিন ব্রিস্টলই প্রথম এগিয়ে যায়। বিরতির পর ৫৫ মিনিটে তাদের বেলজিয়ান তারকা কেভিন ডি'ব্রুইনের জোরালো শটে ১–১ হয়। সিটির হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন আগুয়েরো। চলতি মরশুমে সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে নিজেদের ডেরায় টানা ১৬ টি ম্যাচ জিতে মঙ্গলবার ১৯২০–২১ মরশুমে তাদেরই গড়া অনন্য নজিরকে ছুঁয়ে ফেলল ম্যান সিটি।

রিয়েল সুন্দর ফুটবল খেলতেই চায় না: জাভি

সংবাদ সংস্থা

মাদ্রিদ, ১০ জানুয়ারি

বার্সিলোনার জার্সিতে হেন কোনও ট্রফি নেই যা জেতেননি। সেই জাভি রিয়েল মাদ্রিদের খেলার ধরনের জোর সমালোচনা করলেন। একটি ফরাসি দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাখঢাক না করেই বলে দিলেন, রিয়েল মাদ্রিদ কখনওই চায় না তাঁর পুরনো ক্লাব বার্সিলোনার মতো সুন্দর ফুটবল খেলতে! জাভির ব্যাখ্যা, 'বিশ্বের

যে-কোনও ফুটবলারের কাছেই বার্সিলোনা হল ফাইনাল পরীক্ষার মতো। সবচেয়ে কঠিন ক্লাব। এই ক্লাবে খেললে ফুটবলারের কাছে চাহিদাটাও অনেক বেড়ে যায়। রিয়েলে অন্য ব্যাপার। ওরা তো আসলে সুন্দর ফুটবলটা খেলতেই চায় না! বের্নাবুতে কোনও ডিফেন্ডার যদি বিপক্ষ আক্রমণ নষ্ট করতে গ্যালারিতে বল পাঠায়, তাহলে সবাই উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে। এটাই ওদের সংস্কৃতি। বার্সিলোনায় ঠিক উল্টো। কেউ এমন কিছু করলে গোটা মাঠ বিদ্রুপ করবে। বুঝিয়ে দেবে, ব্যাপারটা মোটেই ইতিবাচক নয়। সেই জোহান ক্রুয়েফের আমল থেকেই ন্যু ক্যাম্পে এই ধারা চলে আসছে।'

ফর্ম এ [প্রকাশ্য ঘোষণা]

[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রিসলিউশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬–এর রেগুলেশন ৬ অনুযায়ী]

রামস্বরূপ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের উত্তমর্ণবর্গের অবগতির উদ্দেশ্যে।

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	রামস্বরূপ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সমিতিবদ্ধ হওয়ার তারিখ	০৯.০৭.১৯৭৯
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা কর্পোরেট বিষয়ক সমিতিবদ্ধ/নিবন্ধীকৃত আছে	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
৪.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার	L65993WB1979PLC032113
৫.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধীকৃত কার্যালয় এবং মুখ্য কার্যালয় (যদি থাকে)–এর ঠিকানা	রেজিস্টার্ড এবং প্রধান অফিস: ৭সি, কিরণশঙ্কর রায় রোড, হেস্টিংস চেম্বার্স, ৩য় তল, রুম নং–১, কলকাতা, প.ব.–৭০০ ০০১, ভারত
৬.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	০৮.০১.২০১৮
৭.*	ইনসলভেন্সি রিসলিউশন প্রসেস বন্ধের অনুমিত তারিখ	০৭.০৭.২০১৮
৮.	অন্তর্বর্তীকালীন রিসলিউশন পেশাদারের নাম, ঠিকানা, ই–মেল ঠিকানা এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার	নাম: নীলেশ শর্মা ঠিকানা: সি–৯/১৬০, যমুনা বিহার, দিল্লি–১১০০৫৩ Email: nilesh.sharma@dhirassociates.com ril2018.ip@gmail.com **IBBI REGN. NO:** IBBI/IPA-002/IP-N00104/2017-18/10232
৯.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২২.০১.২০১৮

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ রামস্বরূপ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের বিরুদ্ধে ০৮.০১.২০১৮ তারিখে একটি কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রিসলিউশন প্রসেস চালু করার আদেশ দিয়েছেন।

রামস্বরূপ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের উত্তমর্ণগণকে এতদ্দ্বারা প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সহযোগে নিজ নিজ দাবির প্রমাণ ইন্টেরিম রিসলিউশন প্রফেশনাল বরাবরে আইটেম ৮–তে উল্লেখিত ঠিকানায় ২২.০১.২০১৮ বা তার আগে জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

কর্মী ও শ্রমিকগণ বাদে পরিচালনাগত উত্তমর্ণগণ দাবির প্রমাণ পেশ করবেন ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার (ইনসলভেন্সি রিজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস ২০১৬–এর রেগুলেশন ৭, ৮, ৯(১), ৯(২) এবং ৯এ সাপেক্ষে বিশেষ ফর্মে (ফর্ম বি); অর্থকরী উত্তমর্ণ (ফর্ম সি); শ্রমিক বা কর্মী (ফর্ম ডি) শ্রমিক বা কর্মী প্রতিনিধি (ফর্ম ই); উত্তমর্ণগণ দ্বারা দাবির প্রমাণপত্র আর্থিক উত্তমর্ণ ও পরিচালনাগত উত্তমর্ণ ছাড়া (ফর্ম এফ) যথাক্রমে হবে। অর্থকরী উত্তমর্ণগণ শুধু বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাবির প্রমাণ দেবেন। অন্য সব উত্তমর্ণগণ ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাবির প্রমাণ দেবেন।

মিথ্যা দাবি বা বিভ্রান্তিমূলক প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা করা হবে।

স্বাঃ

নীলেশ শর্মা

ইন্টেরিম রিসলিউশন প্রফেশনাল

স্থান: নিউ দিল্লি

তারিখ: ১০.০১.২০১৮

এগোলেন

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের যোগ্যতা অর্জন পর্বে এগোলেন ইউকি ভামরি ও রামকুমার রমানাথন। ভামরি হারিয়েছেন কানাডার ব্যাডলে চুনারকে। ফল ১–৬, ৬–৩, ৬–৪। রামকুমার ৬–৭, ৭–৬, ৬–২ ব্যবধানে হারিয়েছেন ব্র্যাডলে ক্লাহানকে।

পদক গলায় আঁচল ঠাকুর।

'স্কি'–তে প্রথম পদক ভারতের

সংবাদ সংস্থা

চণ্ডীগড়, ১০ জানুয়ারি

কে, কখন যে চমকে দিয়ে যায়! আঁচল ঠাকুর, নতুন বছরের শুরুতে সেই চমকের নাম হয়ে হাজির হলেন। 'স্কি'–তে প্রথম আন্তর্জাতিক পদক এনে দিলেন ভারতকে। নাম লেখালেন ইতিহাসে। মানালির বাসিন্দা ২১ বছরের আঁচল ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল দি স্কি আয়োজিত অ্যালপাইন এজার ৩২০০ কাপে ব্রোঞ্জ জিতলেন। তুরস্কের এরজুরুমে পালানডোকেন স্কি সেন্টারে। স্লালোম বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন আঁচল। এমন সাফল্যের পর কেমন লাগছে? আঁচল বলেছেন, 'এক মাস ধরে কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার পেলাম অবশেষে। শুরুটা ভাল হওয়ার পর মনে হল, লড়ে যাই। এক সময় দেখলাম অনেকের থেকে এগিয়ে গিয়েছি। যা শেষ পর্যন্ত আমাকে পদক জিততে সাহায্য করেছে।' ভারতে স্কি–র পর্যাপ্ত পরিকাঠামো তো নেই–ই, সেই সঙ্গে 'উইন্টার স্পোর্টস'–এ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও নিতান্ত কম। সেখান থেকে উঠে এসে এভাবে আন্তর্জাতিক আসরে পদক জয় সত্যিই বিশাল ব্যাপার। আঁচলের বাবা রোশন ঠাকুর, 'উইন্টার গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'–র সচিব। মেয়ের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত। বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রীড়া জগতে এ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। স্কি–র সঙ্গে জড়িয়ে আছেন যাঁরা, প্রত্যেকেই গর্বিত আঁচলের সাফল্যে।'

Bengali News Paper - AAJKAAL - 11/01/2018, Page No. 14